এক নজরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট সম্পর্কিত তথ্য

ব্রি পরিচিতিঃ

১৯৭০ সালের ০১ অক্টোবর ঢাকার অদূরে গাজীপুরে বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি) প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে প্রতিষ্ঠানটি ১১টি গবেষণা বিভাগ ও তিনটি আঞ্চলিক কার্যালয় নিয়ে কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি ১৯টি গবেষণা বিভাগ ও ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়ের মাধ্যমে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অত্র প্রতিষ্ঠানে ২৪৯ জন বিজ্ঞানীসহ ৬৭৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী কর্মরত আছেন। খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের জন্য উচ্চ ফলনশীল ধানের জাত এবং চাষাবাদের কলাকৌশল উদ্ভাবনের জন্য প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠিত হয় ।

ব্রি'র লক্ষ্যঃ

১. ধান গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনের মাধ্যমে টেকসই খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনে সহায়তা।
২. ক্রমহ্রাসমান সম্পদ সাপেক্ষ জলবায়ুবান্ধব ধান প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
৩. গবেষণায় প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং উন্নয়ন।

ব্রি'র উদ্দেশ্যঃ

১. ধানের জাত ও উৎপাদন কৌশল প্রবর্তন এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি।
২. ধানের ব্রিডার বীজের সহজলভ্যতা ও সরবরাহ বৃদ্ধিকরণ।

গবেষণা কার্যক্রম

প্রাথমিক পর্যায়ে গবেষণা প্রস্তাব অগ্রাধিকার যাচাইয়ের কাজ টাস্কফোর্স এর মাধ্যমে করা হলেও বর্তমানে ব্রি ১৯টি বিভাগ ও ১১টি আঞ্চলিক কার্যালয়কে ৮টি প্রোগ্রাম এরিয়ায় অন্তর্ভুক্ত করে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এই আটটি গবেষণা প্রোগ্রাম এরিয়া হলো-

১. জাত উন্নয়ন (Varietal Development)
২. শস্য-মাটি-পানি ব্যবস্থাপনা (Crop-Soil-Water Management)
৩. বালাই ব্যবস্থাপনা (Pest Management)
৪. রাইস ফার্মিং সিস্টেমস (Rice Farming Systems)
৫. আর্থ-সামাজিক ও নীতি প্রণয়ন (Socio-Economic and Policy)
৬. খামার যান্ত্রিকীকরণ (Farm Mechanization)
৭. প্রযুক্তি হস্তান্তর (Technology Transfer)
৮. আঞ্চলিক কার্যালয় (Regional Stations)

উল্লেখযোগ্য অবদানসমূহ নিম্নরূপঃ

- ছয়টি হাইব্রিডসহ ৯৪টি আধুনিক ধানের জাত উদ্ভাবন। এর মধ্যে লবণাক্ততা সহনশীল ১০টি জাত, রোপা আমনের খরা সহনশীল ৩টি জাত, জলামগ্নতা সহনশীল ৪টি জাত, পুষ্টি সমৃদ্ধ ৫টি জাত এবং রপ্তানীযোগ্য ৪টি জাত।
- মাটি, পানি, সার ব্যবস্থাপনা ও ধানের চাষাবাদ পদ্ধতি সংশ্লিষ্ট ৫০টিরও বেশি উন্নত প্রযুক্তি উদ্ভাবন।
- এলাকার শস্যবিন্যাস সহ সারা দেশের জন্য ৫০টি লাভজনক ধান-ভিত্তিক শস্যক্রম উদ্ভাবন।
- দেশের কৃষকদের ব্যবহার উপযোগী ৩২টি কৃষি যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন ও উন্নয়ন।
- ধানের ৩২টি রোগ ও ২৬৬টি ক্ষতিকর পোকামাকড় সনাক্তকরণ এবং এসবের ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উদ্ভাবন।
- ব্রি'র প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে কৃষকসহ কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর (ডিএই) এবং বিভিন্ন সংস্থার ৬৮ হাজারেরও বেশি বিজ্ঞানী, কর্মকর্তা, সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান।
- ২৭১টি পুস্তক-পুস্তিকা ও ফোল্ডার প্রকাশ। এগুলোর মধ্যে আধুনিক ধানের চাষ, ধান চাষের সমস্যা, মাঠে ধানের রোগ নির্ণয় ও তার প্রতিকার, ধান চাষীর বন্ধু, ধান চাষে কৃষকের প্রাথমিক জ্ঞান, প্রভৃতি সম্প্রসারণমূলক প্রকাশনার ১১ লক্ষ কপি বিতরণ।
- দেশ ও বিদেশের প্রায় ৮ হাজারের বেশী ধানের জার্মপ্লাজম সংগ্রহ ও সংরক্ষণ।
- প্রতি বছর ১০০ টনের বেশি ব্রিডার বীজ উৎপাদন এবং এগুলি বিভিন্ন GO, NGO এবং প্রাইভেট সেক্টরকে সরবরাহকরণ।

২০০৯ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত ৪টি হাইব্রিডসহ খরা, বন্যা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু সর্বমোট ৪৩টি ধানের জাত উদ্ভাবন। উদ্ভাবিত জাতগুলোর নাম ও বৈশিষ্ট নিম্নে দেওয়া হলো:

ক্রমিক নং	জাতের নাম	জাতের বৈশিষ্ট
১.	ব্রি ধান৫১	১৪ দিন পর্যন্ত জলমগ্ন সহনশীল
২.	ব্রি ধান৫২	১৪ দিন পর্যন্ত জলমগ্ন সহনশীল
৩.	ব্রি ধান৫৩	লবণাক্ততা সহনশীল
৪.	ব্রি ধান৫৪	লবণাক্ততা সহনশীল
৫.	ব্রি ধান৫৫	লবণ, খরা ও ঠান্ডা সহনশীল
৬.	ব্রি ধান৫৬	খরা সহনশীল
৭.	ব্রি ধান৫৭	খরা সহনশীল
৮.	ব্রি ধান৫৮	দানা চিকন
৯.	ব্রি ধান৫৯	দানা মাঝারি মোটা
১০.	ব্রি ধান৬০	চাল সরু
১১.	ব্রি ধান৬১	লবণাক্ততা সহনশীল
১২.	ব্রি ধান৬২	জিঙ্ক সমৃদ্ধ
১৩.	ব্রি ধান৬৩	চাল বাসমতির মত চিকন
১৪.	ব্রি ধান৬৪	জিঙ্ক সমৃদ্ধ
১৫.	ব্রি ধান৬৫	খরা সহনশীল

ক্রমিক নং	জাতের নাম	জাতের বৈশিষ্ট
১৬.	ব্রি ধান৬৬	উচ্চমাত্রার প্রোটিন সমৃদ্ধ
১৭.	ব্রি ধান৬৭	লবণাক্ততা সহনশীল
১৮.	ব্রি ধান৬৮	চাল মাঝারি মোটা
১৯.	ব্রি ধান৬৯	সার সাশ্রয়ী জাত
২০.	ব্রি ধান৭০	চাল লম্বা, চিকন ও সুগন্ধি
২১.	ব্রি ধান৭১	খরা সহনশীল
২২.	ব্রি ধান৭২	জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত
২৩.	ব্রি ধান৭৩	লবণাক্ততা সহনশীল
২৪.	ব্রি ধান৭৪	জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত
২৫.	ব্রি ধান৭৫	স্বল্প জীবনকাল সম্পন্ন
২৬.	ব্রি ধান৭৬	অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে উপযোগী
২৭.	ব্রি ধান৭৭	অলবণাক্ত জোয়ার-ভাটা অঞ্চলে উপযোগী
২৮.	ব্রি ধান৭৮	জলমগ্নতা ও লবণাক্ততা সহনশীল
২৯.	ব্রি ধান৭৯	২১ দিন পর্যন্ত জলমগ্নতা সহনশীল
৩০.	ব্রি ধান৮০	চাল সরু, সুগন্ধী ও রপ্তানীযোগ্য
৩১.	ব্রি ধান৮১	চাল লম্বা, চিকন ও রপ্তানীযোগ্য
৩২.	ব্রি ধান৮২	চাল মাঝারি মোটা ও রং সাদা।
৩৩.	ব্রি ধান৮৩	চাল মাঝারি মোটা ও রং সাদা।
৩৪.	ব্রি ধান৮৪	উচ্চফলনশীল জিঙ্ক সমৃদ্ধ জাত। চাল লম্বা ও চিকন এবং রং লালচে বাদামি।
৩৫.	ব্রি ধান৮৫	চাল লম্বা ও মাঝারি চিকন এবং রং সাদা।
৩৬.	ব্রি ধান৮৬	জৈব প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে উদ্ভাবিত। চাল লম্বা ও চিকন এবং রং সাদা। ভাত ঝরঝরে ও সুস্বাদু।
৩৭.	ব্রি ধান৮৭	চাল লম্বা ও চিকন।
৩৮.	ব্রি ধান৮৮	চাল মাঝারি চিকন ও ভাত ঝরঝরে।
৩৯.	ব্রি ধান৮৯	ভাত ঝরঝরা ও সুস্বাদু।
৪০.	ব্রি হাইব্রিড ধান৩	চাল মাঝারি মোটা এবং আগাম
৪১.	ব্রি হাইব্রিড ধান৪	চাল মাঝারি চিকন, স্বচ্ছ ও সাদা
৪২.	ব্রি হাইব্রিড ধান৫	চাল মাঝারি চিকন, লম্বা ও সাদা
৪৩.	ব্রি হাইব্রিড ধান৬	আমন মৌসুমের উপযোগী একটি জাত

কৃষিক্ষেত্রে অবদানের জন্য ব্রি এ পর্যন্ত ২৩টি পুরস্কার অর্জন করেছে।

১।	বঙ্গবন্ধু পুরস্কার	১৯৭৪
২।	রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক	১৯৭৭
৩।	স্বাধীনতা দিবস স্বর্ণ পদক	১৯৭৮
৪।	রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক	১৯৮০
৫।	এফএও ব্রোঞ্জ ফলক	১৯৮০
৬।	রাষ্ট্রপতি স্বর্ণ পদক	১৯৮৪
৭।	বেগম জেবুন্নেসা ও কাজী মাহবুবুল্লাহ স্বর্ণ পদক	১৯৮৬
৮।	মুনিরুজ্জামান ফাউন্ডেশন স্বর্ণ পদক	১৯৯১
৯।	স্বাধীনতা দিবস স্বর্ণ পদক	১৯৯২
১০।	স্বাধীনতা দিবস স্বর্ণ পদক	১৯৯৭

১১।	ইরি সম্মানজনক ফলক	২০০৪
১২।	সেনাধীরা পুরস্কার (ইরি)	২০০৬
১৩।	৬ষ্ঠ বাংলাদেশ গণিত অলিম্পিয়াড	২০০৮
১৪।	বাংলাদেশ মানবধিকার কাউন্সিল, গাজীপুর কর্তৃক প্রাপ্ত সম্মাননা	২০০৮
১৫।	জাতীয় পরিবেশ পদক	২০০৯
১৬।	মার্কেনটাইল ব্যাংক লিমিটেড পুরস্কার	২০১৩
১৭।	মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এমসিসিআই) পুরস্কার	২০১৪
১৮।	কেআইবি কৃষি পদক-২০১৫	২০১৫
১৯।	বঙ্গবন্ধু জাতীয় কৃষি পুরস্কার-১৪২০	২০১৬
২০।	জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি পুরস্কার (আইসিটি) ২০১৬	২০১৬
২১।	স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক এগ্রো এ্যাওয়ার্ড ২০১৭	২০১৭
২২।	বাংলাদেশ একাডেমি অব এগ্রিকালচার ২০১৮	২০১৮
২৩।	সেনাধীরা রাইচ রিসার্স পুরস্কার (ইরি)- ২০১৮	২০১৮